১৩.১৮. জীব ও ব্রহ্ম—শঙ্কর ও রামানুজ
(Jiva (self) and Brahman (Absolute)—Sankara and Ramanuja)

জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিষয়ে শঙ্কর ও রামানুজের অভিমত দুটির মধ্যে যে সম্বন্ধ তা ভিন্নাভিন্নের সম্বন্ধ, অর্থাৎ মতবাদদুটির মধ্যে যেমন ভিন্নতা বা অমিল আছে তেমনি আবার অভিন্নতা বা মিলও আছে। বিষয়টি আলোচনা করা গেল ঃ

জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিষয়ে শঙ্কর বলেছেন, 'জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ', অর্থাৎ জীব ব্রহ্ম বৈ অন্য কিছু নয়—জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন, অভেদ। শঙ্করের মতে, ভেদ মিথ্যা, কেননা ভেদ বিরোধ-সূচক এবং যা কিছু বিরোধ সমন্বিত তাই মিথ্যা। যদি বলা হয়, 'জীব' এবং 'ব্রহ্ম' তাহলে মধ্যবর্তী 'এবং' চিহ্নটি ভেদসূচকচিহ্নরূপে ব্রহ্মকে জীব থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট করে; কিন্তু ব্রহ্ম নির্বিশেষ ও অসীম। কাজেই ভেদসূচক 'এবং' চিহ্নটির পরিবর্তে সমমানের চিহ্ন প্রয়োগ করে বলতে হবে, 'জীব' = 'ব্রহ্ম', বলতে হবে 'জীব ব্রহ্মই, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্বন্ধ ভিন্নতার নয়, তাদাত্ম্যের।' 'ক হয় ক' বলতে যেমন অভেদের সম্পর্ক প্রকাশ পায়, 'জীবই ব্রহ্ম' বললেও তেমনি অভেদের সম্পর্ক প্রকাশ করা হয়। অদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে, অভেদই পরমার্থসৎ।

শঙ্করের মতে, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং স্বরূপত জীবও সচ্চিদানন্দস্বরূপ। জীবের চার অবস্থা এবং ঐ চার অবস্থার মধ্যেই সাধারণতভাবে বর্তমান শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম।

অতএব জীব ব্রহ্মাভিন্ন নয়, জীব ব্রহ্মই। জীবের চার অবস্থা হল—জাগ্রত, স্বাপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয়। জাগ্রত অবস্থায় **চেতনা** ও চেতনার বিষয় থাকে। এখানে বিষয়টি চেতনা-নির্ভররূপে থাকে না, স্বতন্ত্ররূপে থাকে। স্বপ্নতেও **চেতনা** এবং তার বিষয় থাকে, যদিও ঐ বিষয় চেতনা-নির্ভররূপেই থাকে। সুষুপ্তি বা স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রায় চেতনার বিষয় না থাকলেও শুদ্ধ **চৈতন্য** থাকে। সুষুপ্তিভঙ্গে আমরা বলি, 'ঘুমটা ভাল হয়েছিল'। সুষুপ্তি কালে চেতনা না থাকলে এমন বলা সম্ভব হয় না। সুষুপ্তি অবস্থা আনন্দময় অবস্থা, যদিও তা ক্ষণস্থায়ী। তুরীয় বা সমাধি অবস্থা হল, **শুদ্ধচৈতন্যের** দীর্ঘকালীন অবস্থান; এ এক আনন্দঘন অবস্থা।

জীবের এই চার অবস্থায় অনুবর্তমান শুদ্ধচৈতন্যই হল আত্মা। এই আত্মা অবাধিত—জীবের চার অবস্থাতেই অবাধিত। কাজেই আত্মা অবাধিত, এবং যার বাধ হয় না তাই পরমার্থসৎ ব্রহ্ম। জীব বা আত্মাই পরমার্থসৎ ব্রহ্ম।

শঙ্কর বলেন যে, 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি উপনিষদীয় মহাবাক্যে দৃপ্তভাবে এই সত্যই বিশ্ববাসীর কাছে ঘোষণা করা হয়েছে যে, 'জীবই ব্রহ্ম'—'জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন'। **উপাধি দ্বারা উপহিত ব্রহ্ম বা আত্মাই জীব**। উপাধি, অজ্ঞান বা অবিদ্যা প্রসূত। কাজেই, অবিদ্যা বা মায়াসংশ্লিষ্ট আত্মাই (ব্রহ্মই) জীব। শঙ্করের মতে, **মায়া উপহিত নির্গুণ ব্রহ্ম যেমন সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বররূপে প্রতীত হন, তেমনি মায়ার প্রভাবে সেই ঈশ্বর আবার বহুজীবরূপে প্রতীত হন।** অন্তঃকরণ উপাধির দ্বারা উপহিত হবার ফলেই এক ও অদ্বয় ব্রহ্ম (আত্মা) বহু জীবরূপে প্রতীত হন। অজ্ঞানপ্রসূত ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, সংসারী বা বদ্ধজীব জ্ঞাতা-কর্তা-ভোক্তা ও সংখ্যায় অনেক হলেও পরমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মাভিন্নভাবে জীবের কোন সত্তা নেই। শুদ্ধ আত্মা বা ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ধর্ম নেই। আত্মা বা ব্রহ্ম স্বরূপত নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত ও অদ্বয়। মায়ার প্রভাবে শুদ্ধ আত্মা অন্তঃকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার জন্যই সেই শুদ্ধ আত্মা (অর্থাৎ ব্রহ্ম) জীবরূপে প্রতীত হয়। তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে জীবের বন্ধনদশা শেষ না হওয়া অবধি অন্তঃকরণ বাধিত হয় না এবং জীব অন্তঃকরণে সংশ্লিষ্ট থাকে। মোক্ষলাভে অন্তঃকরণের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ ছিন্ন হলে আত্মা স্বস্বরূপে অবস্থান করে।

শঙ্করের মতে, 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের 'তৎ' ও 'ত্বম্' শব্দ দুটি অভিন্নার্থক। 'এই সেই দেবদত্ত'—এই লৌকিক বাক্যটিতে যেমন 'সেই' ও 'এই' শব্দ দুটি অভিন্নার্থক, 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের 'তৎ' ও 'ত্বম্' শব্দও তেমনি অভিন্ন বিষয় বোধক। 'এই সেই দেবদত্ত' বাক্যটির 'সেই' শব্দ 'পূর্বদৃষ্ট দেবদত্তকে' এবং 'এই' শব্দ 'বর্তমানে দৃশ্যমান দেবদত্তকে' অর্থাৎ অভিন্ন ব্যক্তিকে বোঝায়। একইভাবে, 'তত্ত্বমসি' বেদান্তবাক্যে 'তৎ' শব্দ 'চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকে' এবং 'ত্বম্' শব্দ জীবের অন্তর্নিহিত 'শুদ্ধচৈতন্যকে', অর্থাৎ এক ও অভিন্ন চৈতন্যকে বোঝায়। 'তৎ' ও 'ত্বম্'—দুটি শব্দ এখানে জীব ও ব্রহ্মের অভেদের বাচক।

শঙ্করের উপরোক্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি আপত্তি উঠতে পারে। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে 'তৎ' বলতে বোঝায় নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা, আর 'ত্বম্' বলতে বোঝায় বিশিষ্ট জীব বা জীবাত্মা। আপত্তি হল—এমন ক্ষেত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ কিভাবে প্রতিপন্ন করা যাবে?

এই অভেদ প্রতিপন্ন করার জন্য শঙ্করপন্থী বৈদান্তিকগণ এখানে শব্দ বা পদের সাক্ষাৎ অর্থ (শক্যার্থ) গ্রহণ না করে লক্ষণাকে (লক্ষ্যার্থকে) গ্রহণ করেছেন। 'তত্ত্বমসি' বাক্যের 'তৎ' (=

পরমাত্মা) এবং 'ত্বম্' (= জীবাত্মা) শব্দদুটিকে তাদের সাক্ষাৎ অর্থে (শক্য অর্থে) গ্রহণ করলে বাক্যটির অর্থ বোধগম্য হতে পারে না; কেননা জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব বা অভেদ সম্ভব নয়। বাক্যটিকে বোধগম্য করার জন্য শঙ্কর-অনুগামী অদ্বৈত পণ্ডিতগণ শব্দদুটির অর্থ থেকে 'পরম' ও 'জীব' এই বিশষণদুটি পরিত্যাগ করে শব্দদুটিকে ('তৎ' ও 'ত্বম্' শব্দদুটিকে) অসাক্ষাৎ অর্থে (লক্ষণা অর্থে) গ্রহণ করেছেন। বিশেষণ বিযুক্তভাবে শব্দদুটির দ্বারা কেবল 'আত্মা'কেই অর্থাৎ 'শুদ্ধ চৈতন্যকেই' বোঝায় এবং তখন 'তৎ' = 'ত্বম্'—এবিষয়ে আর কোন সংশয় ও সমস্যা থাকে না। সংক্ষেপে, মায়াসৃষ্ট উপাধি (এখানে 'পরম' এবং 'জীব' উপাধি বা বিশেষণ) অপসৃত হলে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না—'জীবই ব্রহ্ম' এমন অভেদসূচক উপলব্ধি হয়।

শঙ্করের উপরোক্ত অভিমতের প্রেক্ষিতে রামানুজের অভিমত আলোচনা করে দেখানো গেল যে, দুটি অভিমতের মধ্যে অভিন্নতা ও ভিন্নতার সম্বন্ধ।

রানামুজের মতে, উপনিষদে যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদের উল্লেখ আছে তা শঙ্কর-সম্মত **একান্ত অভেদ নয়, তা বিশিষ্ট অভেদ।** এক ও অদ্বয় ব্রহ্মের অন্তর্গত চিৎশক্তিরূপে জীব অনেক। অর্থাৎ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় কিন্তু জীব অনেক। ব্রহ্ম অসীম ও সর্বব্যাপী কিন্তু জীব সসীম। সসীম জীব অর্থাৎ জীবাত্মা এবং অসীম ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্মার সম্পর্ক কখনো একান্ত অভেদ হতে পারে না। জীব হল ব্রহ্মের চিৎ-অংশ সম্ভূত। তাহলে ব্রহ্ম অংশী আর জীব অংশ। অংশী ও অংশ, সমগ্র ও অংশ কখনো অভিন্ন হতে পারে না। **রামানুজ বলেন,—উপনিষদে যে অভেদের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হল—'জীব ব্রহ্ম-বিচ্ছিন্ন নয়'; ব্রহ্মের চিৎশক্তিরূপে জীব ব্রহ্মে আশ্রিত এবং-ব্রহ্ম-নিয়ন্ত্রিত। এই অর্থে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।**

আবার, জীব ও ব্রহ্ম কার্যত ভিন্ন, যদিও তারা স্বরূপত অভিন্ন। যেমন, মৃত্তিকা ও ঘট কার্যত ভিন্ন কিন্তু স্বরূপত অভিন্ন। ঘটের দ্বারা জল গ্রহণ করা যায়, মৃত্তিকার দ্বারা জল গ্রহণ করা যায় না। ঘট ও মৃত্তিকা তাই কার্যত ভিন্ন। আবার, ঘট মৃত্তিকাময় হওয়ায় মৃত্তিকা ভিন্নভাবে ঘটের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। এজন্য ঘট ও মৃত্তিকা স্বরূপত অভিন্ন। জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ এই প্রকার ভিন্নাভিন্নের সম্বন্ধ। **জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ একান্ত অভেদের নয়, বিশিষ্ট অভেদের।**

রামানুজের মতে, 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে বিশিষ্ট অভেদের কথাই বলা হয়, যেমন 'এই সেই দেবদত্ত' বাক্যে একান্ত অভেদের উল্লেখ না করে বিশিষ্ট অভেদেরই উল্লেখ করা হয়। 'এই সেই দেবদত্ত' বাক্যে 'এই' এবং 'সেই' যেমন দুটি ভিন্ন স্থানকালে ভিন্ন ভিন্ন 'প্রকার-বিশিষ্ট' দেবদত্তের অভেদের কথা বলা হয়, 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যেও তেমনি 'তৎ' ও 'ত্বম্', 'অখণ্ড' ও' খণ্ডিত' বিশেষণযুক্ত একই ব্রহ্মের অভেদের কথাই বলা হয়। কোন ক্ষেত্রেই একান্ত অভেদ প্রতিপাদ্য নয়। **'তৎ' অর্থাৎ 'জীবাত্মা' এবং 'ত্বম্' অর্থাৎ 'পরমাত্মার' একান্ত অভেদ শঙ্করাচার্য শব্দদুটির লক্ষণার দ্বারা (গৌণ অর্থের দ্বারা) ব্যাখ্যা করেছেন। রামানুজ শব্দ দুটির মুখ্যার্থ গ্রহণ করে তাদের 'বিশিষ্ট অভেদ' প্রতিপাদন করেছেন।**

আলোচনার পরিশেষে উপসংহারে একথাই বলতে হয় যে শঙ্করের অভিমত যেমন যুক্তিগ্রাহ্য, রামানুজের অভিমত তেমন যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারেনি। বাস্তবিকপক্ষে, বিশিষ্টতা এবং অদ্বয়ত্বের মধ্যে যোগসাধন ন্যায়গতভাবে সম্ভব নয়। বিশিষ্টতা বা ভিন্নতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে অদ্বৈতের প্রতিষ্ঠা হয় না, আবার অদ্বৈতের প্রতিষ্ঠা করতে গেলে অদ্বয়সত্তার কোনরকম ভেদ, এমনকি

স্বগতভেদও, স্বীকার করা যায় না। চিৎশক্তি যদি ব্রহ্মের অন্তর্লীন হয়ে ব্রহ্মের মধ্যেই থাকে তাহলে তাকে একান্তভাবে ব্রহ্মের সেবায় নিয়োজিত থাকতে হয় এবং সেক্ষেত্রে জীবের কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে না। তেমনি আবার নিজ অন্তরঙ্গ অংশরূপে চিৎশক্তিকে ব্রহ্ম আত্মসাৎ করে। এমন ক্ষেত্রে, সকল প্রকার ভেদের অবসান ঘটে, এবং একান্ত অভেদ প্রতিষ্ঠা পায়।